জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশএর এগিয়ে যাওয়ার ১০ বছর

১০ জুলাই ২০১৯

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজিব ওয়াজেদ ২০১৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের জাতিসংঘ প্লাজা মিলেনিয়াম হোটেলে এক অনুষ্ঠানে “ আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ এর এগিয়ে যাওয়ার ১০ বছর

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্নই মূলত আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি'র মূল প্রেরণার জায়গা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ নিছক কোনো পরিকল্পনা বা চমক ছিল না। বরং, এটি ছিল একুশ শতকের বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার রূপরেখা; যার বীজ বপন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজেই। কাজেই বলা যায়, ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প-২০২১ ঘোষণা ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং অনিবার্য।

ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প-২০২১ ঘোষণা করেন তখন অনেকে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। বিদ্রুপ করেছেন। কিন্তু আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। তথ্যপ্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশ গড়ায় বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের পথে যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সাধারণ মানুষ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বটম-আপ (Bottom-Up Approach) কর্ম-কৌশলের অন্যতম নিদর্শন হলো সবার আগে গ্রামীণ মানুষের জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন। তাই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বিস্ময়। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ এখন অন্যদেশকে জ্ঞানগত সহায়তা প্রদান করছে। সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের নেতৃত্ব প্রদান ও সম্মাননা লাভ সেকথাই প্রমাণ করে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের এই মহাযজ্ঞ এবং বিশাল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডিজিটাল বাংলাদেশের স্থপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ। একজন আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ হবার সুবাদে পৃথিবীর নানান দেশের উন্নয়ন মডেল তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। কোনো মডেল অনুসরণ না করে নিজেদের চাহিদা এবং প্রেক্ষাপট বিচার করে তিনি নতুন মডেল দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে দেশকে চারটি শক্তিশালী স্তম্ভের উপর দাঁড় করাতে হবে। প্রতিটি স্তম্ভের জন্য আলাদা লক্ষ্যমাত্রাও তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এগুলো হচ্ছে, ২০২১ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ২০ লক্ষ দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা, সবার জন্য কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করা, ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা করা এবং ৫ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের একটি শক্তিশালী ব্যবসায়িক খাত প্রতিষ্ঠা করা।

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ (এসডিজি) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের নির্দেশ এবং পরামর্শক্রমে এ বিভাগ নতুন নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এর সুফল পাচ্ছেন দেশের সাধারণ মানুষ। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থান, নাগরিক সেবা জীবন-যাপনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে লেগেছে ডিজিটাল বাংলাদেশের ছোঁয়া। সরকারি-বেসরকারি খাত ও তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ইশতেহারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনটি বাতিঘর যথা আমার গ্রাম আমার শহর, তারুণ্যের শক্তি, এবং সুশাসনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। এ তিনটি বাতিঘরের আলোয় আলোকিত হবে পুরো বাংলাদেশ। আগামী দিনগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত গ্রাম গড়ে তুলতে, তারুণ্যের শক্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও নাগরিক বান্ধব জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে কাজ করবে।

গত এক যুগে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বিনির্মাণে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদিত হয়েছে - যার পুরো বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে একটি মহাকাব্য রচনা করা সম্ভব। সংক্ষিপ্ত কলেবরে প্রকাশনা প্রয়াসে অনেক উদ্যোগ এবং কিছু মুদ্রণজনিত ত্রুটি রয়ে গেছে যার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আগামীতে এটির আরও পরিমার্জিত ও বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের অঙ্গীকার রইল।

সরকার কর্তৃক ১২ ডিসেম্বরকে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস হিসেবে ঘোষণা।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ ই মার্চের ভাষণের ভিজ্যুয়াল কালার ভার্সন এবং বিশ্বসেরা এই ভাষণের ২৬টি নির্বাচিত বাক্য দেশের ২৬ জন খ্যাতিমান লেখকের দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়ে 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণঃ রাজনীতির মহাকাব্য' শীর্ষক ব্যতিক্রমী গ্রন্থ রচনা করে তা প্রযুক্তির মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ডিজিটাল ভার্সনে (মোবাইল অ্যাপ ও ই-বুক) রূপান্তর করা হয়।

ডিজিটাল বিপ্লবের পথ ধরে একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্ন থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠে। বাংলাদেশ তাঁর উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে তাই ডিজিটাল বিপ্লবে সামিল হওয়া এবং আইসিটির ব্যবহারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। এর প্রতিফলন দেখা যায় ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে। ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প '২০২১ এর ঘোষণা দেন। এর মূল উপজীব্য করা হয় ডিজিটাল বাংলাদেশকে। গণতন্ত্র, সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, ন্যায়বিচার ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারকে এগিয়ে নেওয়াই ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য।

ডিজিটাল বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ:

১. আইসিটি অবকাঠামো ও কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা;

২. দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা;

৩. ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা এবং

৪. আইসিটি শিল্পের বিকাশকে কেন্দ্র করে সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ, নীতিমালা, পরিকল্পনা গ্রহণ।

বিগত দশ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তম্ভের আলোকে বিভিন্ন উদ্যোগ, প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা হয়। এ সময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটে। যা, ডিজিটাল অর্থনীতি ও জ্ঞাননির্ভর সমাজ বিনির্মাণের পথ সুগম করে।

কানেক্টিং বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১

মহাকাশে লাল সবুজের পতাকার রঙের নকশাখচিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সফল উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্যাটেলাইটের এলিট ক্লাবের ৫৭তম সদস্য হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সম্প্রচারভিত্তিক সেবা সম্প্রসারণ সহজতর হয়েছে। দেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এ স্যাটেলাইট ব্যবহার করে সম্প্রচার শুরু করেছে।

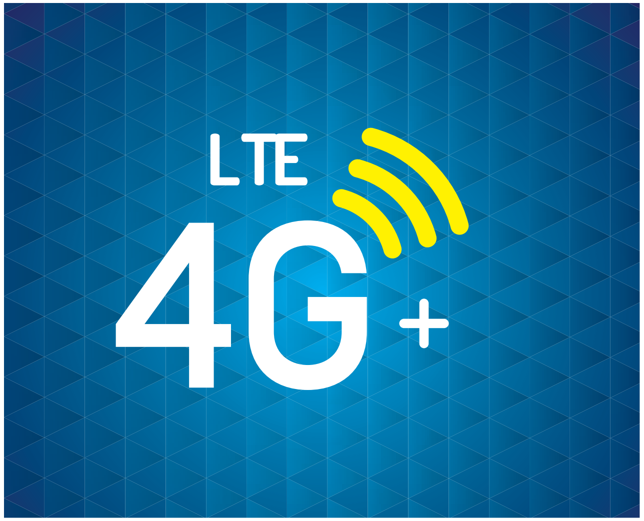

ফোর জি (৪-জি) নেটওয়ার্ক

দুর্গম উপজেলার মোবাইল নেটওয়ার্ক চালুসহ ইতোমধ্যে দেশের জেলা ও বিভাগগুলোকে ফোর জি (৪-জি) নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। সরকার দ্রুততম সময়ে ফাইভ জি (৫-জি) চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ হাই-টেক/আইটি/আইটিইএস শিল্পের বিকাশ ও বিস্তার, দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে ২৮টি হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করছে।

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি দেশের প্রথম হাই-টেক পার্ক। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটির মোট জমির পরিমাণ ৩৫৫ একর। এ যাবত প্রায় ২৯টি দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জমি/স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ডাটা সফট নামীয় প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে উৎপাদিত ওয়াটার ট্যাংক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আইওটি ডিভাইস সৌদি আরবে রপ্তানি করছে। বিজনেস অটোমেশন নামীয় একটি প্রতিষ্ঠান কিওক্স মেশিন এ্যাসেম্বলিং পূর্বক দেশীয় বাজারে বিপণন করছে। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে মোট ১,০০,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪টি ভবনে প্রায় ৪.২৫ লক্ষ বর্গফুট স্পেস নির্মাণ করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক

যশোরে শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক নির্মাণ শেষে গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পার্কটি উদ্বোধন করেন। আধুনিক সুবিধাসহ এতে রয়েছে ১৫তলা মাল্টি টেন্যান্ট বিল্ডিং (এমটিবি), জিমনেশিয়ামের সুবিধাসহ ১২তলা ডরমিটরি বিল্ডিং এবং ক্যান্টিন ও অ্যাম্ফিথিয়েটার, ৩৩ কেভিএ পাওয়ার-সাব স্টেশন, অপটিক্যাল ফাইবার কেবল সংযোগ রয়েছে। পার্কটিতে ইতোমধ্যে ৪৮টি প্রতিষ্ঠানকে স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এই পার্কে ৫০০০ জনের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

জনতা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক

বর্তমানে এ পার্কে ১৮টি প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৯০০ জন আইটি প্রফেশনাল কাজ করছে। আইটি সেক্টরে উদ্যোক্তা তৈরির জন্য প্রতিবছর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ১০টি স্টার্ট আপ প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করা হয় এবং পার্কটির ৪র্থ তলায় বিনা ভাড়ায় স্টার্ট আপ প্রতিষ্ঠানকে স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে ১০টি প্রতিষ্ঠান ইনকিউবেশন পিরিয়ড সম্পন্ন করে সফলভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে এ ভবনে ১৩টি স্টার্ট আপ কোম্পানী তাদের আইডিয়া নিয়ে কাজ করছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী

দুই লক্ষ বর্গফুটবিশিষ্ট ১০ তলা সিলিকন টাওয়ার, সাবস্টেশন ও জেনারেটর ভবনসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক নির্মাণ কাজ চলছে। এ প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি (AV/VR/MR) ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। পার্কটি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ১০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট (সিলেট ইলেকট্রনিক্স সিটি)

সিলেট বিভাগের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ১৬২.৮৩ একর জমিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট (সিলেট ইলেকট্রনিক্স সিটি) স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে যুক্তরাজ্যের ১টি প্রতিষ্ঠানকে প্রশাসনিক ভবনে ২০০০ বর্গফুট স্পেস বরাদ্দ করা হয়েছে। এ পার্কে প্রায় ৫০,০০০ দক্ষ জনশক্তির প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানসহ বিপুল পরিমাণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর

নাটোরের পুরাতন কারাগারকে সংস্কারের মাধ্যমে একটি দৃষ্টিনন্দন আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। এ সেন্টারে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তরুণ-তরুণীদের আউটসোর্সিং কাজ করার সুযোগ রাখা হয়েছে। ২ তলা বিশিষ্ট আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত এ সেন্টারে প্রায় ৫০০ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার (৭ আইটি)

কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নাটোর, সিলেট, বরিশাল, মাগুরা ও নেত্রকোনা জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় ৩৬০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার নির্মাণ করা হচ্ছে। বর্তমানে ৩১০০ জনের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন (১২টি জেলায়)

দেশের আইটি/আইটিইএস শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য স্থানীয় ও বৈদেশিক কোম্পানিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে দেশের ১২টি স্থানে যথাক্রমে রংপুর (সদর), নাটোর (সিংড়া), কুমিল্লা (লালমাই), খুলনা (সদর), বরিশাল (সদর), গোপালগঞ্জ (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়), ঢাকা (কেরানীগঞ্জ), ময়মনসিংহ (সদর), জামালপুর (সদর), কক্সবাজার (রামু), সিলেট (কোম্পানীগঞ্জ) এবং চট্টগ্রামে আইটি পার্ক প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

চুয়েট আইটি বিজনেস এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার

আইটি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ এবং উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ সেন্টারে থাকছে ১০ তলা বিশিষ্ট ৫০,০০০ বর্গফুটের ইনকিউবেশন হাউজ, ৬ তলা বিশিষ্ট ৩৬,০০০ বর্গফুটের মাল্টিপারপাস প্রশিক্ষণ ভবন এবং ডরমিটরি ভবন। প্রকল্পের আওতায় ২০০ জন উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিশেষায়িত ল্যাব

বিশ্ববিদ্যালয় ও আইসিটি/হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাবরেটরি স্থাপন করছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১টি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এ ল্যাবগুলো শিক্ষাদানের পাশাপাশি ছাত্র-শিক্ষকসহ অন্যান্য গবেষকদের গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্মাননা-২০১৮

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অর্জন ও সাফল্য বিবেচনায় গত ২০১৯ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আন্তর্জাতিক ISO 9001:2015 সার্টিফাইড হয়েছে। এছাড়া দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্টকরণে অবদান রাখায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে ২০১৮ সালে জাতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্মাননা-২০১৮ প্রদান করা হয়।

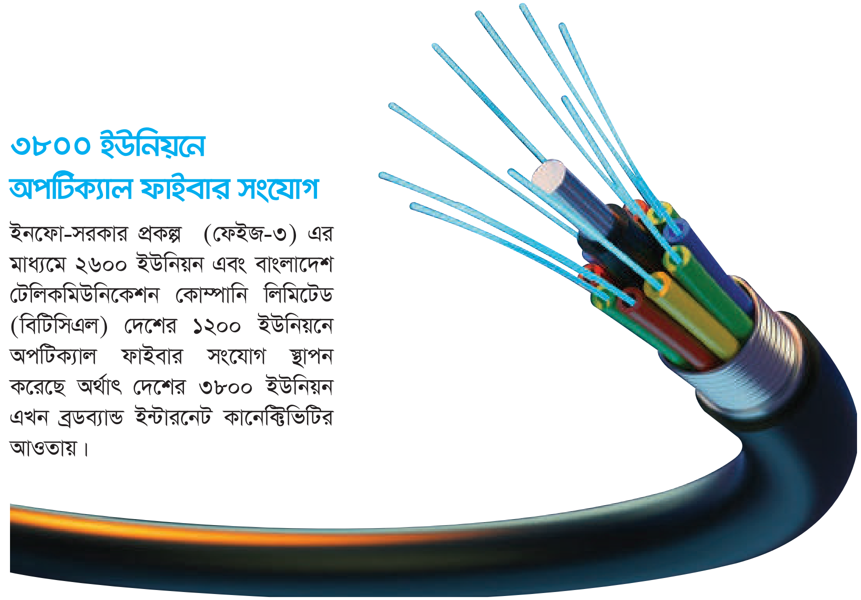

৩৮০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ

ইনফো-সরকার প্রকল্প (ফেইজ-৩) এর মাধ্যমে ২৬০০ ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) দেশের ১২০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ স্থাপন করেছে অর্থাৎ দেশের ৩৮০০ ইউনিয়ন এখন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায়।

ইনফো-সরকার প্রকল্প (ফেইজ-৩)

> ইনফো সরকার (ফেইজ-২) এর মাধ্যমে উপজেলা পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

> সরকারের ৫৮টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ প্রতিষ্ঠান, ২২৭টি সরকারি অফিস ও ৬৪ টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ ১৮,৪৩৪ টি সরকারি অফিসকে একীভূত নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে।

> ৮০০+ ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন হয়েছে।

> ইনফো সরকার (ফেইজ-৩) এর আওতায় ২৬০০ ইউনিয়ন পরিষদ এবং ১০০০ পুলিশ স্টেশনে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান।

> ২২০৪টি ইউনিয়নে ওয়াই-ফাই সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব

দেশে আইসিটি শিক্ষার বিস্তার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে "সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশের নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৯০১ (দুই হাজার নয়শত এক)টি কম্পিউটার ল্যাব, জেলা পর্যায়ে ৬৫ (পঁয়ষট্টি)টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব এবং ১০০ (একশত) টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবের মাধ্যমে ৯টি ভাষা (ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানীজ, কোরিয়ান, রাশিয়ান, আরবি ও চাইনিজ) শেখানোর লক্ষ্যে সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে যা জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার উদ্বোধন করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল ল্যাব

তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৫০০টি কলেজে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হবে। ৩৩৮টি কলেজে ল্যাব স্থাপনের কাজ চলছে। ৩১৫ মডেল স্কুল স্থাপন প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে ৩১৫টি মডেল স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালি প্রকল্প

ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা দেশের উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চলে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালে 'ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী' প্রকল্পগ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী দ্বীপে তিনটি নির্বাচিত ইউনিয়নের ২৫টি সরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চগতির ইন্টারনেটের সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়। এ সুবিধা ব্যবহার করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ই-কমার্স কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

জাতীয় টিয়ার থ্রি এবং টিয়ার ফোর ডাটা সেন্টার

ই-গভর্মেন্ট বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান ডাটা সেন্টারের হোস্টিং ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। আরও অধিক সক্ষমতার ডাটা সেন্টার প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের ডাটা সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এ স্থাপিত ডাটা সেন্টারের সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং এতে সরকারি ওয়েব সাইট (২৪৫টি), ই-মেইল হোস্টিং সার্ভিস (৩৯৫৫৪ টি ই-মেইল একাউন্ট), বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকার তথ্য ভান্ডার, ই-সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ই-ভ্যাট, ই-ট্যাক্স ইত্যাদি সিস্টেম, অর্থ বিভাগের অনলাইন বেতন ও পেনশন নির্ধারণী সিস্টেম হোস্টিং করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আরেকটি বড় অর্জনের তালিকায় যোগ হচ্ছে টিয়ার ফোর জাতীয় ডাটা সেন্টার (Tier-IV National Data Centre)। তথ্য ও ডাটা সুরক্ষা ও অধিক হোস্টিং ক্ষমতার এই ডাটা সেন্টারটি আন্তর্জাতিক মানের এবং এর ডিজাইন অনুমোদিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের আপটাইম ইনস্টিটিউট থেকে। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক সংলগ্ন স্থানে এ ডাটা সেন্টারটির স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

দক্ষ মানবসম্পদ

দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিগত এক দশকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এর অধীন বিভিন্ন সংস্থা আইটি খাতের বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

এলআইসিটি প্রকল্প:

দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিকাশ ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে "লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স (এলআইসিটি) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩৫,০০০+ (পয়ত্রিশ হাজার) আইটি প্রশিক্ষিত দক্ষ মানুষ তৈরি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় টপ-আপ আইটি, ফাউন্ডেশন, ফাস্ট ট্র্যাক ফিউচার লিডার (এফটিএফএল), মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের জন্য এসিএমপি ৪.০ এবং আইটি কোম্পানির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারকদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য এফটিএফএল কর্মসূচির আওতায় বিগ ডাটা অ্যানালিটিকস্, ক্লাউড কম্পিউটিং, আইওটি, মেডিক্যাল স্ক্রাইব, ব্লক চেইন, ভার্চুয়াল রিয়ালিটি, মেশিন লার্নিং, রোবোটিক্স, আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ২৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ এবং চাকরি প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইটি কোম্পানির সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে দেয়া হচ্ছে। এজন্য বিভিন্ন সময়ে চাকুরি মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। গত তিন বছরে বিভাগীয় শহরে মোট ৬টি জব ফেয়ারের আয়োজন করা হয় যেখানে লক্ষাধিক তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করে।

লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প

লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৫৭,০১০ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ফ্রিল্যান্সার হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এর মধ্যে ৪১,৬০০ জন নারী। প্রফেশনাল আউটসোর্সিং ট্রেনিং প্রাপ্তরা আউটসোর্সিংয়ের কাজ করে এ পর্যন্ত প্রায় ১৬ লক্ষ মার্কিন ডলার আয় করেছে।

বিশেষভাবে সক্ষম/ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা উন্নয়ন:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আইসিটি ব্যবহার করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মাধ্যমে বিনামূল্যে তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ২০১৫ সাল থেকে নিয়মিত চাকুরি মেলা আয়োজন করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রযুক্তি চর্চায় উৎসাহিত করার জন্য ২০১৬ সাল থেকে তাঁদের জন্য প্রতিবছর জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিসিসির নিয়মিত কার্যক্রম ও গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১৪০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং চার শতাধিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Bangladesh IT-Engineers Examination Center (BD-ITEC)

বাংলাদেশের ITEE পরীক্ষা নিয়মিতভাবে পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে Bangladesh IT-Engineers Examination Center (BD-ITEC) স্থাপন করা হয়েছে। IT Engineers Examination (ITEE) এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩৬৫ জনকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক

আইসিটি খাতে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে “সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে ৭০৭২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ১৮৯১ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

সাইবার নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ

সারা দেশের ০৮টি বিভাগের ৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে Cyber Security Awareness for Woman Empowerment শীর্ষক সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাগুলোতে ৮ম-১২শ শ্রেণির প্রায় ১০ হাজার ছাত্রী হাতে কলমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা আইনের ব্যাখ্যা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিরাপদে বিচরণের কৌশলসমূহ, অপরাধ সংঘটিত হলে তা থেকে পরিত্রাণের উপায়, সহায়তা পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের নম্বর এবং অভিযোগ করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ধারণা লাভ করেছে।

সরকারি কর্মকর্তাদের সাইবার নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ

সরকারি কর্মকর্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ২৪০০ জনকে Cyber Security, Digital Forensic & Vulnerability Assessment প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

শী পাওয়ার প্রকল্প

আইসিটি ব্যবসায় নারী উদ্যোক্তা সৃজনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে শী পাওয়ার প্রকল্প (প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন) গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৪,০০০ নারীকে আইটি সার্ভিস প্রোভাইডার এবং প্রায় ২,৫০০ নারীকে কল সেন্টার এজেন্ট হিসেবে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়েছে।

ফেসবুকের #BoostYourBusiness এর আওতায় প্রশিক্ষণ

বিশ্বে সামাজিক যোগাযোগের সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স (এলআইসিটি) প্রকল্পের অধীনে আইটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১০ হাজার তরুণ-তরুণীকে ডিজিটাল মার্কেটিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম

'তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা নয়, বরং শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি' এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক আকর্ষণীয় ও কার্যকর করে তোলার উদ্দেশ্যে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, শিক্ষক কর্তৃক মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরি, শিক্ষক বাতায়ন, মুক্তপাঠ ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম মনিটরিং অ্যাপ ও ড্যাশবোর্ড, ই-বুক এবং ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক নামের উদ্ভাবনগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- ২৩,৩৩১টি মাধ্যমিক ও ১৫,০০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম (অর্থাৎ ১টি ল্যাপটপ, ১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেট মডেম, সাউন্ড সিস্টেম এবং অন্যান্য প্রচলিত উপকরণ) স্থাপন করা হয়েছে।
- ৩৮ হাজারেরও অধিক মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের এমএমসি মনিটরিং অ্যাপ ও ড্যাশবোর্ড চালু।
- প্রায় ২,৫০,০০০ জন শিক্ষক এবং ১,৬৫০ মাস্টার ট্রেইনার মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন।
- ১০০০ শিক্ষককে প্রোগ্রামিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক Advanced প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষক বাতায়ন: শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে শিক্ষক

শিক্ষক বাতায়ন (www.teachers.gov.bd) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সকল স্তরের শিক্ষকদের জন্য একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টসমূহ এই বাতায়নে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে শিক্ষকদের মধ্যে ব্লগিংয়ের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

- সদস্য সংখ্যা: ৩৬৯,০৯৩ জন শিক্ষক।
- শিক্ষামূলক কনটেন্ট: ১৬১,২২০ টি।
- মডেল কনটেন্ট: ৯৪৩টি।

কিশোর বাতায়ন

'কিশোর বাতায়ন' (www.konnect.gov.bd) কিশোর-কিশোরীদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। বাংলাদেশের সব কিশোর-কিশোরী যে কোনো প্রান্তে বসে 'কিশোর বাতায়নে' একই সঙ্গে বিদ্যমান কনটেন্ট দেখতে পারবে ও নতুন কনটেন্ট যুক্ত করতে পারবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও প্রতিফলন, সাংস্কৃতিক মননশীলতার চর্চা ও ডিজিটাল কনটেন্ট হিসেবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে ব্যবহারের সুযোগও থাকছে।

- বাতায়নে সংযুক্ত কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা ২,৯৬,২৬৭ জন।
- সর্বমোট ২৮ হাজার+ কনটেন্ট।

মুক্তপাঠ

'মুক্তপাঠ' (www.muktopaath.gov.bd) বাংলা ভাষায় নির্মিত একটি উন্মুক্ত ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম। এ প্ল্যাটফর্ম থেকে আগ্রহী যে কেউ যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন। এই প্ল্যাটফর্মে সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। মুক্তপাঠের অনলাইন কোর্সগুলোর পাশাপাশি অফলাইনের কন্টেন্ট ব্যবহার করে যে কেউ শিখতে পারেন।

- সদস্য সংখ্যা: ১৭৭৪০৫+ জন।
- সর্বমোট ই-লার্নিং কোর্স: ৮২টি।
- মুক্তপাঠের পার্টনার: ৭০টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

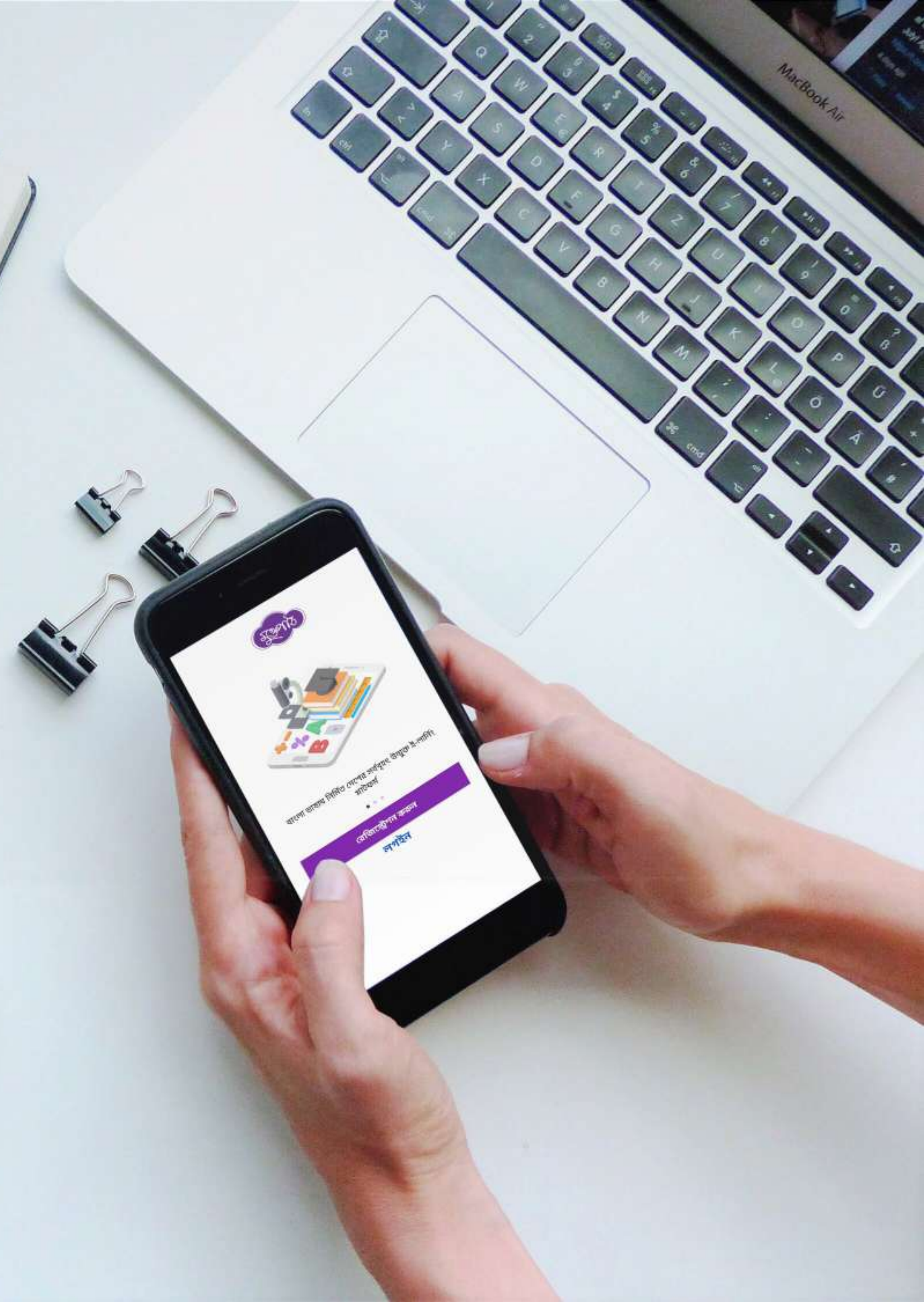

কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা

সবার জন্য যথোপযুক্ত কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ ও মাথাপিছু রেমিট্যান্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে এটুআই এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হলো 'কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা'। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ ও জাতীয় যুব নীতিমালা-২০১৭ এর আলোকে এটুআই থেকে নানাবিধ দক্ষতা উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- অ্যাপ্রেনটিসশিপ বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪০ হাজার বেকার নারী-পুরুষকে কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছে।
- 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের ৩ লাখ উপকারভোগীর মধ্যে ইতোমধ্যে ৩০ হাজার উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- ১৫ হাজার বেকার নারী-পুরুষকে ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি সেক্টরের বিভিন্ন ট্রেডে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে যথোপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)-এর সহযোগিতায় লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে প্রায় ৯ হাজার বেকার যুবকের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান।
- ৩০ হাজার -এর বেশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বেকার নারী-পুরুষকে দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, এসএমই ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ ওমেন ইন টেকনোলজির সঙ্গে পার্টনারশিপের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলায় ৩ হাজার নারী ফ্রিল্যান্সার তৈরি করেছে।
- ইমাম-মুয়াজ্জিনদের মধ্যে ধর্মীয় সচেতনতা তৈরিতে ও তাদের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ইমাম বাতায়ন (imam.gov.bd) গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে ১ লক্ষ ২০ হাজার ইমাম-মুয়াজ্জিন ইমাম বাতায়নে যুক্ত হয়েছেন।
- দক্ষতা উন্নয়নমূলক উদ্যোগসমূহ নিয়মিত মনিটরিং, মেন্টরিং এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান, দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান ও বেকার নারী-পুরুষদের মধ্যে সমন্বয়ের লক্ষ্যে দক্ষতা বাতায়ন (skills.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে।
- অ্যাপ্রেনটিসের নিয়োগ প্রক্রিয়া, অ্যাপ্রেনটিস নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সব তথ্য, যোগ্যতা ও দক্ষতা উন্নয়ন লগ বই, প্রশিক্ষণের আবেদন ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য, কর্মসংস্থানের পদ্ধতি অ্যাপ্রেনটিসশিপ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে (skills.gov.bd/apprenticeship) অন্তর্ভুক্ত আছে।

ই-গভর্নমেন্ট

ই-গভর্মেন্ট রোডম্যাপ ও ই-গভর্নেন্স ইন্টারঅপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক (e-GIF)

ই-গভর্মেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ই-গভর্মেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রকল্পের আওতায় সরকারের ৫২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, ৬৮টি অধিদপ্তর এবং সংস্থাসমূহকে Bangladesh National Digital Architecture (BNDA) এর মধ্যে আনার জন্য একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে ডাটা/তথ্য ইলেক্ট্রনিক উপায়ে আদান-প্রদান নিশ্চিত করার জন্য (BNDA)-এর অংশ হিসেবে ই-গভর্নেন্স ইন্টারঅপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক (e-GIF) প্রস্তুত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই ফ্রেমওয়ার্ক এর জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) ২০১৮ সালের ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি পুরস্কার লাভ করে।

BDG e-Gov CIRT

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে e-Gov CIRT (Computer Incident Response Team) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ First Organization এর মাধ্যমে Global Forum for Incident Response and Security Teams এর সদস্য পদ লাভ করে। বাংলাদেশ e-Gov CIRT কর্তৃক দেশের ৭০ টি সরকারি অফিসের ওয়েব সাইটের vulnerability টেস্ট করা হয়।

ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ও সেবা

সরকারের রূপকল্প ২০২১ পূরণে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে দেশে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- এ যাবৎ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট কন্ট্রোলার অব সার্টিফায়িং অথরিটি (সিসিএ) ৫২,৩৩৫ টি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ করেছে এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে;
- "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপে ৮ম-১০ম শ্রেণির প্রায় ৩৫০০০ জন ছাত্রী হাতে কলমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছে।
- বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে তাদের স্ব-স্ব ওয়েব সাইট ও দপ্তরে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার শুরু করেছে;
- ই-টিআইএন এ ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার শুরু করা হয়েছে;
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারীর তথ্য যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেজের সঙ্গে একটি সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে;
- সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও তদন্তের জন্য সাইবার ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং পিকেআই সিস্টেমের মানোন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

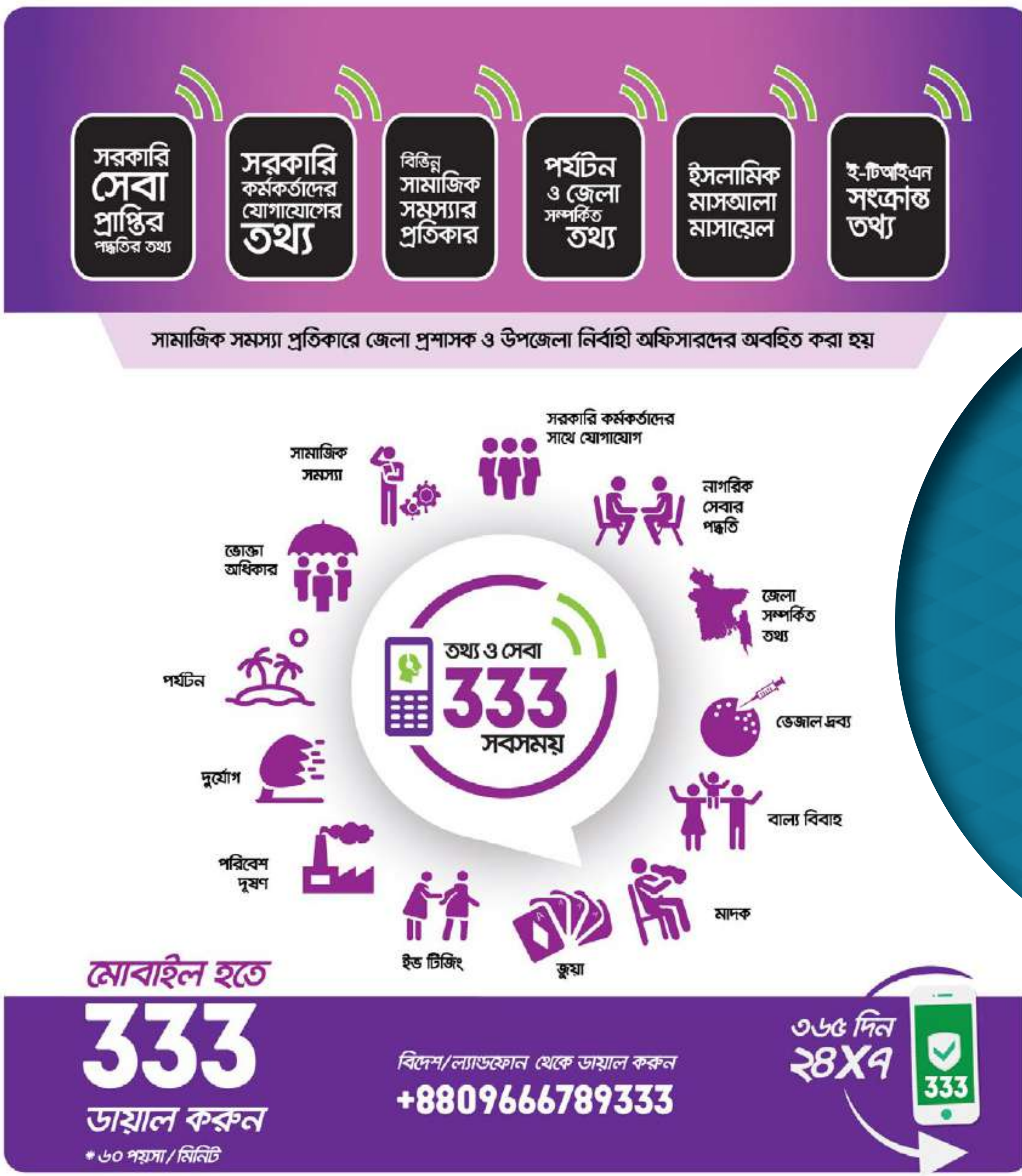

৩৩৩-সরকারি তথ্য ও সেবা সবসময়

'তথ্য ও সেবা সবসময়' এই স্লোগানকে সামনে রেখে চালু হয় কল সেন্টার ৩৩৩। দেশের অভ্যন্তরে নাগরিকরা ৩৩৩ এবং প্রবাসীরা ০৯৬৬৬৭৮৯৩৩৩ নাম্বারে কল করে সরকারি সেবাপ্রাপ্তির পদ্ধতি, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য, পর্যটন আকর্ষণযুক্ত স্থানসমূহ এবং বিভিন্ন জেলা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত জানতে পারছেন এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার প্রতিকারে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করতে পারছেন।

- ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদান।
- ১ জন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, ৩ জন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ১ জন সহকারী কমিশনারকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ।
- ৩ মিলিয়ন কল এর মাধ্যমে প্রায় ৭৫০০+ সমস্যা সমাধান এর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

৯৯৯ এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা

জাতীয় পর্যায়ে সর্বস্তরে জনগণের জন্য মোবাইল ফোনভিত্তিক হেল্পডেস্ক বাস্তবায়ন কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস '৯৯৯' চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। পরীক্ষামূলকভাবে চালু অবস্থায়ই এই সার্ভিসটি মানুষের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এই কল সেন্টারের ৩৩ লাখ ফোন কলের বিশ্লেষণ করে ৯৯৯ চালুর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করে। ৯৯৯ ইমার্জেন্সি সার্ভিস চালুর মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য জরুরি পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

১০৬ দুর্নীতি দমন কমিশন

আশেপাশে কোনো দুর্নীতি চোখে পড়লে ১০৬ নম্বরে কল করে অভিযোগ করা যাবে।

১৬২৬৩ জাতীয় স্বাস্থ্য বাতায়ন

স্বাস্থ্য বিষয়ক যেকোনো সমস্যায় ২৪ ঘণ্টা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে ১৬২৬৩ নম্বরে কল করা যাবে।

১৬১২৩ জাতীয় কৃষি কল সেন্টার

১৬১২৩ নম্বরে কল করে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে যে কোনো সমস্যার তাৎক্ষণিক বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নেয়া যাবে।

৩৩৩১ কৃষকবন্ধু ফোনসেবা

কৃষি বিষয়ক যে কোনো পরামর্শ ও সেবার জন্য ৩৩৩১ নম্বরে কল করে সহজেই বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নেওয়া যেবে।

১০৫ জাতীয় পরিচয়পত্র

নতুন জাতীয় পরিচয়পত্র পেতে, পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে, ভুল সংশোধন ও হালনাগাদ করাসহ যাবতীয় তথ্য জানতে ১০৫ নম্বরে কল করতে হবে।

১৩১ বাংলাদেশ রেলওয়ে

১৩১ নম্বরে ফোন করে বাংলাদেশের সকল রুটের ট্রেনের খবর ও টিকিট সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে।

১০৯৮ চাইল্ড হেল্প লাইন

সুবিধাবঞ্চিত, নির্যাতিত ও বিপদাপন্ন শিশুদের জন্য ২৪ ঘণ্টা জরুরি সহায়তা নিশ্চিত করতে চাইলে ১০৯৮ নম্বরে ফোন করতে হবে।

১০৯ অথবা ১০৯২১ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল

কোনো নারী নির্যাতনের শিকার হলে, বখাটেদের আক্রমণের মুখে পড়লে অথবা অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে ১০৯ অথবা ১০৯২১ নম্বরে ফোন করে সহায়তা পাওয়া যাবে।

১৬১০৮ মানবাধিকার সহায়ক কল সেন্টার

মানবাধিকার বিঘ্নিত হলেই ফোন করে অভিযোগ করা যাবে।

১৬৪৩০ সরকারি আইন সহায়ক কল সেন্টার

দুস্থ ও দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে আইনগত পরামর্শ বা সাহায্য দিতে এই কল সেন্টার।

১০০ বিটিআরসি কল সেন্টার

বেসরকারি ফোন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট যথাযথ সেবা না পেলে ১০০ নম্বরে ফোন করে অভিযোগ করা যাবে।

ডিজিটাল সেন্টার

গ্রামীণ জনপদের মানুষের কাছে তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১০ সালের ১১ নভেম্বর সারা দেশে ৪,৫০১টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (ইউআইএসসি) স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে যার নামকরণ করা হয় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি)। বর্তমানে ইউডিসির সংখ্যা ৪,৫৫৪টি। এসব ডিজিটাল সেন্টার এখন কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সরকারি-বেসরকারি-বাণিজ্যিক তথ্য ও সেবাপ্রাপ্তির অনন্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সারা দেশে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন এবং গাজীপুরে গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য ও খুলনায় মৎস্যশিল্প কর্মীদের জন্য এ পর্যন্ত ৫,৮৩৮টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এসব ডিজিটাল সেন্টারের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- ৫,০০০+ নারী উদ্যোক্তাসহ ১০,০০০+ উদ্যোক্তা
- ১৫০+ ধরনের সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদান
- ৪২.২ কোটি+ সেবা প্রদান এবং মোট ৩৪০ কোটি টাকা উপার্জন
- সময়োপযোগী বিজনেস মডেল-এর আলোকে সেবা প্রদানের জন্য 'একসেবা' প্ল্যাটফর্ম প্রবর্তন।

আর্থিক সেবাভুক্তি কার্যক্রম (ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন)

প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতার বাইরের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য এটুআই আর্থিক সেবাভুক্তি (ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন) কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এটুআই, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

- বর্তমানে ৪,১৫০+ ডিজিটাল সেন্টারে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম।
- সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ৪টি জেলায় ১১টি উপজেলায় ১ লাখ ১৫ হাজার মানুষকে ভাতা প্রদান।
- ২১০৭+ কোটি আর্থিক লেনদেন। (আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ সেবার মাধ্যমে)
- ৩৫৭ কোটি টাকারও অধিক রেমিট্যান্স উত্তোলন সেবা

একশপ: রুরাল ই-কমার্স

ই-কমার্স ইন্ডাস্ট্রিকে সারা দেশে প্রসার করতে এটুআই চালু করেছে ‘এক-শপ’ নামে একটি ইন্ট্রিগ্রেটেড অ্যাসিস্টেড ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম। দেশের সব শীর্ষস্থানীয় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি প্ল্যাটফর্মের আওতায় আনা হয়েছে।

- ১.৫ লাখ গ্রাহকের ই-কমার্স সেবা গ্রহণ।
- বর্তমানে ৩,৩৫০+ ডিজিটাল সেন্টার রুরাল ই-কমার্স কাজে সম্পৃক্ত।
- ২.২১ কোটি টাকার বেশি মূল্যের পণ্য লেনদেন।

বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন

সব তথ্য ও সেবা এক ঠিকানায়- এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সব দপ্তরের সহযোগিতায় এটুআই বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি ওয়েবপোর্টাল ‘জাতীয় তথ্য বাতায়ন’ বাস্তবায়ন করছে। ইউনিয়ন পর্যায় থেকে শুরু করে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত প্রায় ৪৬০০০+ সরকারি অফিস এই বাতায়নে সংযুক্ত রয়েছে।

- ৩১, ৮২৪ টি সরকারি ওয়েবসাইট এবং ৪৬,০০০+ অফিস জাতীয় তথ্য বাতায়নে সংযুক্ত।
- ৫ মিলিয়নের অধিক বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত।
- প্রতিমাসে ৬ কোটি+ নাগরিক এই বাতায়ন হতে তথ্য ও সেবা গ্রহণ করেন।
- ৪০০+ সরকারি সেবার বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত।
- ১৬৫০+ সেবার ফরম সংযোজন।
- ৬০০+ ই-সেবা সংযুক্ত।

কৃষি বাতায়ন

দেশব্যাপী কৃষকের দোরগোড়ায় দ্রুত ও সহজে কার্যকরি ই-কৃষি সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘কৃষি বাতায়ন’ (http://krishi.gov.bd/)।

- বর্তমানে কৃষি বাতায়নে ৭৮ লাখ কৃষকের তথ্য সংযুক্ত রয়েছে।
- মাঠপর্যায়ে কমর্রত ১৮ হাজার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সংযুক্ত।
- বৈচিত্র্যময় কৃষির তথ্য ৫০৮টি উপজেলার।
- কৃষি ব্যাংকের তথ্য ১৪ হাজার।
- কৃষক সংগঠনের তথ্য ১২,০০০।
- হাটবাজারের তথ্য ৫,৬০০।
- বালাইয়ের তথ্য ১,৪০০, ২৫০টি ফসল, ১০১৮ জাত এবং ডিলারের তথ্য আছে প্রায় ১২,৫০০।
- ফসলভিত্তিক বিভিন্ন কন্টেন্ট ১,২০০।
- ভিডিও কন্টেন্ট ১০০০+।
- কৃষকবন্ধু ফোনসেবার মাধ্যমে সেবা প্রদান প্রতিমাসে গড়ে ৬,০০০।

কৃষি বাতায়ন

সরকারি অফিস আধুনিকীকরণে নথি (ই-নথি)

নথি বা ই-ফাইল হলো প্রচলিত নথি ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নথি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া। এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত পত্র, নথিতে উত্থাপিত নোট, গৃহীত সিদ্ধান্ত, পত্রজারি, নথির অবস্থান, রেজিস্টার, বিভিন্ন রেফারেন্সের সব তথ্য সিস্টেমে লিপিবদ্ধ থাকছে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য-উপাত্ত পর্যবেক্ষণ করাও সম্ভব হচ্ছে। সরকারি অফিসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, সততা ও দ্রুততা নিশ্চিত করবে এই সিস্টেম। www.nothi.gov.bd থেকে সেবা প্রাপক ও সেবা প্রদানকারীগণ 'নথি' সিস্টেমে প্রবেশ করতে পারছেন। মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেও একজন সরকারি কর্মচারি যে কোনো স্থান থেকে নথি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছেন।

- নথি সিস্টেমে অফিসের সংখ্যা ৪,৬০০+।
- ৫৬ হাজারের অধিক নথি ব্যবহারকারী।
- নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা ৪.২৬ মিলিয়ন+।

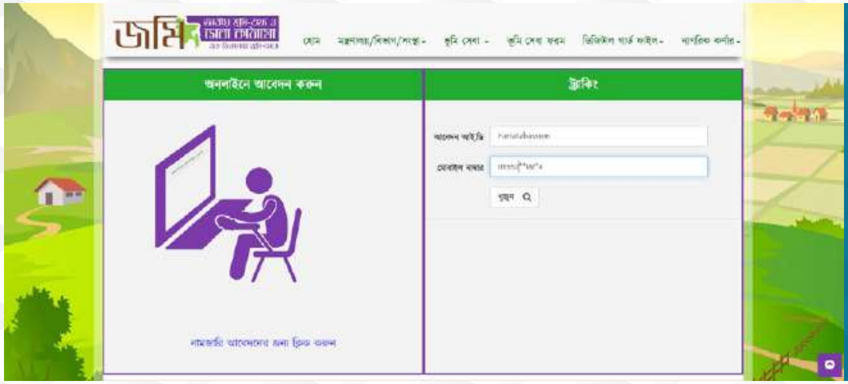

ই-নামজারি বা ই-মিউটেশন

উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসের নামজারি সেবা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কম সময়ে, কম খরচে, বিনা ভোগান্তিতে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রদানের জন্য ই-নামজারি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। www.land.gov.bd এই ঠিকানায় যে কোনো নাগরিক ঘরে বসে কিংবা যে কোনো ডিজিটাল সেন্টার থেকে নামজারি-জমাভাগের আবেদন করতে পারেন এবং নামজারি ও জমাভাগ মামলার বর্তমান অবস্থা জানতে পারেন।

- বর্তমানে সিস্টেমটি ৪৮৫টি উপজেলা/সার্কেলে সর্বমোট ৪৫০৯টি অফিসে বাস্তবায়িত।
- প্রায় ৫.৮০ লাখ নামজারি মামলা অনলাইনে গৃহীত হয়েছে।
- প্রায় ৩.৭০ লাখ মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

আরএস খতিয়ান সিস্টেম

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত আরএস খতিয়ানসমূহ অনলাইনে প্রদর্শন ও বিতরণের লক্ষ্যে এটুআই ও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর যৌথভাবে আরএস খতিয়ান সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। http://rsk.land.gov.bd/ ঠিকানায় নাগরিকরা জেলা, উপজেলা, মৌজা নির্বাচন করে খতিয়ান বা দাগ বা মালিকের নাম বা পিতা/স্বামীর নাম দিয়ে অনলাইনে খতিয়ান অনুসন্ধান করতে পারেন, খতিয়ানের বিস্তারিত তথ্য জানতে পারেন এবং খতিয়ানের সত্যায়িত নকলের জন্য আবেদন করতে পারেন।

এই সিস্টেমে ৫৩টি জেলার ১ কোটি ১১ লক্ষেরও অধিক আরএস খতিয়ান অনলাইনে প্রকাশিত।

ডিজিটাল রেকর্ড রুম

এটুআই'র সহযোগিতায় ভূমি মন্ত্রণালয় দেশের সব ভূমি রেকর্ডকে (খতিয়ান) ডিজিটাল করার উদ্দেশ্যে 'ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ড রুম সার্ভিস (ডিএলআরএস)' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। জেলা রেকর্ড রুমে সিএস, এসএসহ অন্য খতিয়ানসমূহ ডিজিটাইজড করা হচ্ছে। নাগরিকরা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) থেকে জেলা রেকর্ড রুমে পর্চার জন্য আবেদন করতে পারছেন। ফলে এখন মাত্র ৫/৭ দিনের মধ্যে ইউডিসির মাধ্যমে নাগরিকরা খতিয়ানের সত্যায়িত নকল পাচ্ছেন।

- জেলা রেকর্ড রুমে প্রায় ৪ কোটি খতিয়ান ডিজিটাইজড করা হয়েছে ।
- ২.৫ কোটি খতিয়ান অনুমোদিত হয়েছে।

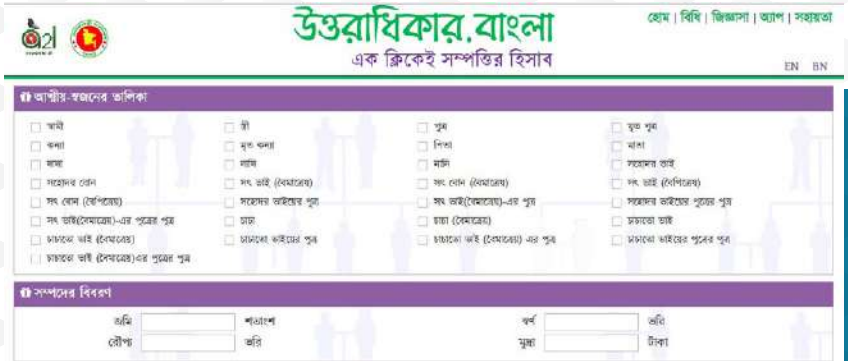

উত্তরাধিকার ডটবাংলা: এক ক্লিকেই সম্পত্তির হিসাব

উত্তরাধিকার ডটবাংলা (উত্তরাধিকার.বাংলা বা inheritance.gov.bd বা uttoradhikar.gov.bd) মৃত ব্যক্তির সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টনের হিসাব নির্ণয়ের একটি সিস্টেম। মানুষের মৃত্যুর পর তার সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন একটি জটিল প্রক্রিয়া। এটি সাধারণ জনগণ, আইনজীবী, বিচারক, ভূমি প্রশাসন, আইনের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, আমিন বা সার্ভেয়ার, জমি ক্রেতা/বিক্রেতা এবং ভূমি জরিপ ও ভূমি আইন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সবার জন্য অতি প্রয়োজনীয়।

ফরমস বাতায়ন (সব সেবা ফরম এক ঠিকানায়)

জনগণের দুর্ভোগ হ্রাসে সব সরকারি ফরম এক ঠিকানায় প্রাপ্তির লক্ষ্যে ফরমস বাতায়নের সূচনা (www.forms.gov.bd)। বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে ফরমস বাতায়ন তৈরি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ফরমসমূহ যাতে অনলাইনে জমা দেওয়া যায়, সে লক্ষ্যে এটুআই বর্তমানে কাজ করছে।

- ১৬৭৯ ফরম যার মধ্যে ১২০০+ পূরণযোগ্য পিডিএফ।
- অফিসের সংখ্যা ২৭৮টি।
- প্রতিমাসে ২.৫ লাখ+ ব্যবহারকারী।

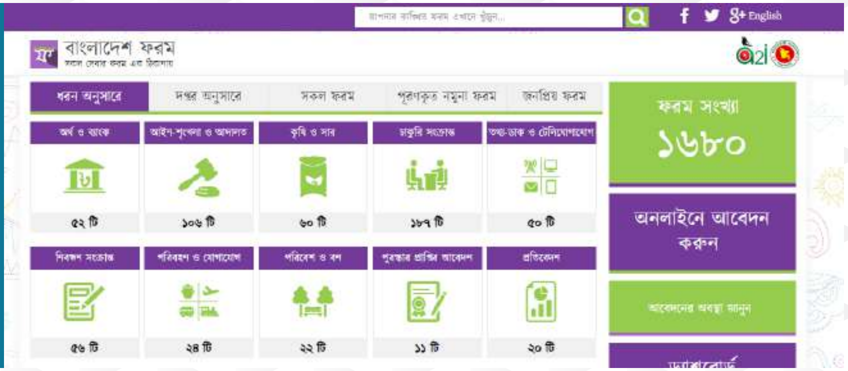

বিচার বিভাগীয় বাতায়ন (সব বিচারিক তথ্য ও সেবা এক ঠিকানায়)

বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট এবং এটুআই এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশনের জন্য বিচার বিভাগীয় বাতায়ন (www.judiciary.org.bd) তৈরি করা হয়েছে। মহানগর ও জেলা পর্যায়ের সকল অধঃস্তন আদালত এবং ট্রাইব্যুনালে এ বাতায়নের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। বাতায়ন হতে একজন নাগরিক খুব সহজে একটি মামলার বিচার পদ্ধতি, বিচারিক কাজে প্রয়োজনীয় সব ফরম, প্রতিকার পাওয়ার তথ্য, মামলা দায়ের তথ্য, আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ, আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির উপায়, কোর্ট ফি, মামলার মূল্যমান, আদালত কাঠামো, আইন-অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ও সেবা পাবেন।

- ৬৪ টি জেলা আদালত, ৫ টি মহানগর ও ৮ টি ট্রাইব্যুনাল এই বাতায়নের সাথে সংযুক্ত।
- প্রায় ৩৫ লাখ মামলা বিচারাধীন আছে এবং এর সঙ্গে প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ মানুষ সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

Causelist: কার্যতালিকা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (সব মামলার তথ্য এক ঠিকানায়)

এটুআই এর কারিগরি সহযোগিতায় অধঃস্তন আদালতের বিদ্যমান কজলিস্ট বা কার্যতালিকাকে অনলাইন সিস্টেমে (causelist.judiciary.org.bd) রূপান্তর করা হয়। বিচারপ্রার্থী জনগণ তার মামলার তথ্য ও পরবর্তী তারিখসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা এই সিস্টেম থেকে পাচ্ছেন। পাশাপাশি অনলাইন কার্যতালিকা এই সিস্টেম আদালতে কর্মরত বিচারকের ডায়েরি হিসেবে কাজ করছে। এই সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিচারকের ড্যাশবোর্ড প্রস্তুত করে, যা কার্যকর মামলা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

- ২,০৫৫টি আদালতে মামলার কজলিস্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এসডিজি ট্র্যাকার: বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্পণ

বাংলাদেশে এসডিজি'র বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে এটুআই পরিকল্পনা কমিশনের আওতাধীন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় এসডিজি ট্র্যাকার তৈরি করে। এর উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- এসডিজি সূচকসমূহ পরিবীক্ষণের জন্য একটি অনলাইন ডাটা ভান্ডার তৈরি করা;
- প্রত্যেকটি লক্ষ্যমাত্রা, টার্গেট এবং সূচককে অনলাইন ট্র্যাকিংয়ে সহায়তা প্রদান;
- এসডিজি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা প্রদান;

২০১৭ সালে জাতিসংঘের ৭২তম সাধারণ অধিবেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাইড ইভেন্টে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসডিজি ট্র্যাকার উদ্বোধন করেন। এসডিজি বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে বর্তমানে ৬১টি ইন্ডিকেটরের উপাত্ত এই সিস্টেমে সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইনোভেশন ফান্ড

নাগরিক সেবা সহজীকরণে সরকারি-বেসরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্ভাবনী প্রচেষ্টায় আর্থিক, কারিগরি ও নীতিগত সহায়তা প্রদান করতে এবং বিদ্যমান ক্ষুদ্র ও মধ্যম পর্যায়ের উদ্যোগসমূহে উদ্ভাবনী দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে 'এটুআই ইনোভেশন ফান্ড'। উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের সফলতার পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ইতোমধ্যে ১২টি পর্বে ৭৭ টি সরকারি প্রকল্প সহ ২৪৭টি প্রকল্পে প্রতিটি প্রকল্প সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা করে মোট ৩৯ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এটুআই ইনোভেশন ফান্ড এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগসমূহ:

- পরিবেশ অধিদপ্তরের অনলাইনে পরিবেশ ছাড়পত্র
- অনলাইনে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ
- বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন-পূর্ব অনলাইন সার্টিফিকেশন
- মোবাইল অ্যাপ 'জয়'
- 'ই-কপিরাইট' সিস্টেম
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ই-ট্রেড লাইসেন্স ব্যবস্থা
- পরিবারের সঙ্গে কারাবন্দিদের সংযোগ
- ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ইনোভেশন ফান্ড থেকে ৩০৯ জনকে ১৩ কোটি ৭৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার বৃত্তি ও ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া আইসিটি ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য ২৮৯ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ১৯ কোটি পাঁচ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে আইসিটি ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনসেবায় ১৫৪ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ৮ কোটি ৪৮ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে।

অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস)

সেবাপ্রার্থীদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ এবং প্রাপ্ত অভিযোগ প্রতিকারের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সালে একটি অনলাইন জিআরএস ওয়েবসাইট www.grs.gov.bd জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। সকল সরকারি দপ্তরের বিপুলসংখ্যক অভিযোগের যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং অভিযোগসমূহের অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে জিআরএস সফটওয়্যার প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রতিকারভোগীকে সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রতিকারের বিষয়ে অবহিত করা হয়।

রেলসেবা মোবাইল অ্যাপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "রেলসেবা" মোবাইল অ্যাপটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অ্যাপটির মাধ্যমে জনগণ প্রাথমিকভাবে টিকেট ক্রয়, নির্দিষ্ট ট্রেনে সিট প্রাপ্যতা, ভ্রমণ ইতিহাস, ট্রেন ট্র্যাকিং, কোচ ভিউ, খাদ্যদ্রব্যের অর্ডার, অভিযোগ দাখিল, ট্রেন সংক্রান্ত তথ্যাদি, জরুরি যোগাযোগের নম্বরসমূহ জানতে পারবেন এবং যাত্রী সাধারণ চাইলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে রেটিংও করতে পারবেন।

অনলাইনে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স

প্রতি বছর বিদেশ ভ্রমণের জন্য আনুমানিক ৭.৫ লক্ষ নাগরিকের পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের প্রয়োজন হয়। আর তা পেতে গিয়ে ছোটাছুটি করতে হয় আবেদনকারীকে। জনসাধারণকে এই ভোগান্তি থেকে মুক্তি দিতেই চালু করা হয়েছে 'পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের ব্যবস্থাপনা সিস্টেম'। এখন পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের কাজটি করা যাবে অনলাইনে। আবেদন পরবর্তী দাপ্তরিক ধাপসমূহ একটি গোছানো এবং সময়-নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হবে। আবেদনকারী ই-পেমেন্টের মাধ্যমে এই সেবার ফি পরিশোধ করতে পারবেন। এছাড়াও আবেদনের অবস্থা জানানোর জন্যে এসএমএস নোটিফিকেশন ব্যবস্থা থাকবে। বাংলাদেশ পুলিশের বর্তমানে ব্যবহৃত ৭৩৭৩/ ৭৩৭৪ কোড সমূহ এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। অনলাইনে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের জন্য আবেদন করতে পারবেন এই (http://pcc.police.gov.bd/) ওয়েবসাইটে।

ই-চালান

সরকারি বিভিন্ন সেবার ফি ইলেক্ট্রনিক উপায়ে গ্রহণের জন্য অর্থ বিভাগের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে এবং এটুআই প্রোগ্রাম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর কারিগরি সহযোগিতায় একটি ইলেক্ট্রনিক চালান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (http://www.echallan.gov.bd/) তৈরি করা হয়েছে। ই-চালান সিস্টেম হতে একজন সেবাগ্রহীতা তার কাঙ্ক্ষিত সেবার জন্য চালান ফরম পূরণ ও ফি খুব সহজে ঘরে বসে প্রদান করতে পারবেন। অনলাইনে চালান এর সর্বশেষ অবস্থা যাচাই করতে পারবে। এছাড়া চালান এর সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/প্রতিষ্ঠান এর জন্য ই-চালানে রয়েছে স্ব-স্ব ড্যাশবোর্ড। ড্যাশবোর্ড থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারি সেবার অনুকূলে জনগণ হতে গৃহীত ফি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তথ্য পাবেন ও প্রয়োজনে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পারবেন। একটি সেবার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান অর্থ বা কমিশন পাবে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সে সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে জমা হবে ফলে ব্যাংক এবং অন্য সেবার সাথে জড়িত মন্ত্রণালয়/দপ্তর/প্রতিষ্ঠানকে উক্ত অর্থ বা কমিশন বন্টনের বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হবেনা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এবং অর্থবিভাগের সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি (Integrated Budget and Accounting Szstem–iBAS++)-কে এপ্লিকেশন ইন্টারফেসের মাধ্যমে 'ই-চালান' বাতায়নের সাথে যুক্ত করে সরকারি প্রাপ্তি প্রক্রিয়াকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সক্রিয় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সঞ্চয়পত্র ব্যবস্থাপনার ডিজিটালাইজেশন

সঞ্চয়পত্র ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে অর্থ বিভাগের উদ্যোগে 'জাতীয় সঞ্চয় স্কীম অনলাইন ম্যানেজমন্টে সিস্টেম' চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় সঞ্চয় স্কীমসমূহের বিক্রয়, মুনাফা, নগদায়ন ইত্যাদি বিষয়ে রিয়েল টাইম তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে। জাতীয় পরিচয় পত্রের ভিত্তিতে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের উর্ধ্বসীমা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। প্রাপকের মুনাফা ও আসল ইএফটির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিশোধ করা সম্ভব হবে। সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত হবে এবং এ খাতে সুদ বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমে আসবে।

ইএফটির মাধ্যমে পেনশন

পেনশনারদের পেনশন পাওয়ার হয়রানি লাঘবের উদ্দেশ্যে ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ইএফটি) এর মাধ্যমে পেনশন প্রদানের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। মাসে মাসে ব্যাংক বা হিসাবরক্ষণ অফিসে হাজিরা ব্যতিরিকে পেনশনারগণ যেন তাদের ব্যাংক মোবাইল হিসাবে পেনশন পেতে পারেন, সেই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৭ হাজার পেনশনারের ব্যাংক একাউন্টে ইএফটির মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ করা হচ্ছে। আগামী অর্থবছরের মধ্যে সকল পেনশনারকে এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

জিটুপি পদ্ধতিতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভাতা প্রদান

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের স্বচ্ছতা আনয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অর্থ বিভাগে সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট এমআইএস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্রের সার্ভার হতে তথ্য যাচাই করে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচনের পথ সুগম হয়েছে। এটি ব্যবহার করে উপকারভোগীর ব্যাংক অথবা মোবাইল ব্যাংক হিসাবে সরাসরি সরকারি কোষাগার হতে জিটুপি পদ্ধতিতে অর্থ প্রেরণ করা হচ্ছে। সকল নগদ হস্তান্তর জিটুপি পদ্ধতির অধীনে আনয়ন করা হবে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য সফটওয়্যার আইবাস++

চলতি অর্থবছর থেকে নতুন বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে। দেশীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরি আইবাস ++ (সমন্বিত বাজেট ও হিসাব পদ্ধতি) সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সিভিল হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা হিসাবরক্ষণ কার্যালয় এবং রেলওয়েতেও সরকারের বাজেট প্রণয়ন ও হিসাব প্রক্রিয়াকরণের কাজ চালু করা হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার পথে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ:

ই-টিআইএন
সার্টিফায়েড কপি অব রেকর্ডস
মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট ও ভাতা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
ই-টেন্ডারিং
অনলাইনে ট্যাক্স পেমেন্ট সিস্টেম ও রিটার্ন দাখিল
কাস্টমস হাউজ অটোমেশন
ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তি ও রেজাল্ট
স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স
মৌজা ম্যাপ সরবরাহ
ডিজিটাল সার্ভিস এক্সেলেরেটর
সিটিজেন সার্ভিস ডাটাবেজ

ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন:

সরকার আগামী ২০২১ সাল নাগাদ আইসিটি রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আইসিটি রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এবং আইসিটি শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দেশি বিদেশি বিনিয়োগে ট্যাক্স হলিডেসহ নানাবিধ ইনসেনটিভ প্যাকেজ ঘোষণাও দেয়া হয়।

- তথ্যপ্রযুক্তিখাতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা করা;
- হার্ডওয়্যার সংযোজন বা উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের উপর আমদানি শুল্ক ১ শতাংশ করা হয়;
- আইটি/আইটিইএস খাতে রপ্তানিতে ১০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা;
- তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের (বিসিজি) সহযেগিতায় স্ট্র্যাটেজিক সিইও আউটরিচ প্রোগ্রাম চালু করা। এ প্রোগ্রামের আওতায় বিসিজি দেশিয় আইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে ২০০ এর অধিক বৃহৎ বিদেশি আইটি প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ স্থাপন, সম্পর্ক ও ব্যবসায়িক উন্নয়ন সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান;
- বিদেশি নানা ধরনের আন্তর্জাতিক ও কাষ্টমাইজড ইভেন্টের আয়োজনের ফলে আইসিটি খাতে বিদেশি বিনিয়োগকারিগণকে উৎসাহী করে;
- বি-টু-বি ম্যাচমেকিং এর ফলে স্বনামধন্য বিদেশি আইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে নানা ধরণের চুক্তির আওতায় দেশিয় আইটি প্রতিষ্ঠানকর্তৃক বিদেশে আইটি প্রোডাক্ট ও সার্ভিস রপ্তানীতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধন;
- সকল কার্যক্রমের ফলে বিদেশে বিশেষত আন্তর্জাতিক আইটি মার্কেটে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বা কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং ব্যাপকতর বৃদ্ধিকরণ;
- আইটি-আইটিইএস ইন্ডাস্ট্রি ষ্ট্যাটিস্টিক্স (২০১৩-২০১৮) নামক একটি গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের আইটি খাতের আয় সম্পর্কিত একটি পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় ২০১৮ সালে বাংলাদেশের আইটি-আইটিইএস প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানি আয় ছিল ১ বিলিয়ন ডলার এর অধিক যা বাংলাদেশের আইটি-আইটিইএস প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে একটি অভূতপূর্ব অর্জন;
- তথ্যপ্রযুক্তির উদীয়মান খাতসমূহে কাজ করার জন্য এলআইসিটি প্রকল্পের মাধ্যমে আইবিএম এর সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে সেন্টার অব এক্সিলেন্স স্থাপন করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে আইবিএমকে সাথে নিয়ে ব্লক চেইন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও ডাটা এনালিটিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৫টি পাইলট কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার ও এ খাতে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালাকে যুগোপযোগী করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ধারাবাহিকতায় নিম্লোক্ত উদ্যোগ নেয়া হয়েছে-

- 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা' ২০১৮' প্রণয়ন,
- বেসরকারি এসটিপি গাইডলাইন ২০১৫ এবং আইসিটি অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন।
- ভেনচার ক্যাপিটাল বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে।
- ই-সেবা আইনের খসড়া ও ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে
- সাইবার ঝুঁকি নিরসনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৬' প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার এ্যাক্ট এর খসড়া প্রণয়ন।

২০১৮ সালে আইসিটি রপ্তানি থেকে আয় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

২০১৮ সালে আইসিটি পেশাজীবীর সংখ্যা ১০ লক্ষে উন্নীত

আইটি সেক্টরের বিভিন্ন কোম্পানিসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি

আইটি সেক্ট র উন্নয়নে কোম্পানিসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে প্রথম বারের মতো সরকারিভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন যেমন CMMI LEVEL-5.3, ISO-27001,9001 প্রাপ্তির জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২টি কোম্পানি CMMI LEVEL-5.3, ISO-27001 সার্টিফিকেশন প্রাপ্ত হয়েছে।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস)

সকল সেবা দ্রুত নিশ্চিতকরণের স্বার্থে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার স্থাপন এবং অনলাইনে সেবা প্রদানের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টাল (https://ossbhtpa.org/) এবং অনলাইন ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস (ওএসএস) ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস আইন ২০১৮ প্রণীত হয়েছে। ফলে, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ব্যবসা শুরু করার প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহযোগিতা পাচ্ছেন।

আইডিয়া প্রকল্প

টেকসই উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম তৈরি, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উদ্যোগ উন্নয়ন, মেধাসত্ত্ব সংরক্ষণ ও সংযোগকরণ, তরুণ উদ্ভাবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, উত্তম ধারণাসমূহ চিহ্নিতকরণ, লালন ও উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি এবং উদ্ভাবনী সামগ্রীর বাণিজ্যিকীকরণ ও ব্র্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে Innovation Design and Entrepreneurship Academy- iDEA প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

iDEA প্রকল্প এর কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন-

- জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৭৫টি স্টার্টআপকে প্রি-সিড পর্যায়ের ফান্ডিং করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি সীড ও গ্রোথ পর্যায়ের স্টার্টআপের ভ্যালুয়েশন ও ডিউ ডিলিজেন্স করা হয়েছে।
- আইসিটি টাওয়ারের ১৫ তলায় সুবিশাল 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি' ও স্টার্টআপ বাংলাদেশ এক্সিলারেটরে স্টার্টআপদের ব্যবহারের জন্য কো-ওয়ার্কিং স্পেইস, মিটিং রুম, প্রকল্পের কার্যালয়, অডিটোরিয়াম, কনফারেন্স এরিয়া, ব্রেক-আউট জোন এবং স্টেট অব দ্য আর্ট ল্যাব রয়েছে।
- স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড নামে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠন করা হচ্ছে যার মাধ্যমে সিড ও গ্রোথ পর্যায়ের স্টার্টআপে বিনিয়োগ করা হবে।
- ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া-গভর্নমেন্ট-কমিউনিটি কোলাবরেশন ও স্টার্টআপ সংস্কৃতি উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪০টি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে 'স্টার্টআপ সার্কেল' গঠন করা হয়েছে। একইভাবে স্টার্টআপে বিনিয়োগ সহজতর করার জন্য এঞ্জেল ইনভেস্টর সার্কেল ও ফাউন্ডারস্ ক্লাব গঠন করা হচ্ছে।
- ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ' প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে যার মাধ্যমে ছাত্রদের উদ্ভাবনী আইডিয়াগুলোকে স্টার্টআপে রূপান্তর করা হচ্ছে।
- টার্গেটেড ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে 'ইন্টার-অপারেবল ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম' নামে একটি অত্যাধুনিক পেমেন্ট সলিউশন তৈরি হচ্ছে যার মাধ্যমে বিভিন্ন পেমেন্ট ও অনলাইনে ইউটিলিটি বিল প্রদান সহজ হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য আয়োজন

আইসিটি পণ্য ও সেবাসমূহের ব্যবসায়িক সুবিধা সৃষ্টি ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা, আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা, আইসিটিভিত্তিক উদ্ভাবনী প্রদর্শনের লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার উদ্যোগে প্রতি বছর বিভিন্ন ইভেন্ট ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দেশের সবচেয়ে বড় এবং এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ মেলা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড আয়োজন করে আসছে। ২০১১ সালে ই-এশিয়া আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ মেলার যাত্রা শুরু হয়। ২০১২ সাল থেকে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড নামে প্রতি বছরই এ মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। সর্বশেষ ২০১৭ সালের ৬-৯ ডিসেম্বর ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজন করা হয় ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড। এই মেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল ৬ ডিসেম্বর উদ্বোধনী দিনে মানব সদৃশ রোবট সোফিয়ার উপস্থিতি। স্মরণকালের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এই মেলায় দেশি-বিদেশি প্রায় ৩৫০ আইসিটি-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ১০০টির অধিক সরকারি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ এ মেলা পরিদর্শন করে।

প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা

ডিজিটাল বাংলাদেশে সাফল্য ও অর্জনসমূহকে টেকসই করতে তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল , বিশেষতঃ প্রোগ্রামার দরকার। এ লক্ষ্যে দেশে প্রোগ্রামিং চর্চার ব্যাপক সম্প্রসারণে আইসিটি বিভাগ সচেষ্ট। দেশের শিশু-কিশোর ও তরুণদের মধ্যে প্রোগ্রামিং চর্চার বিকাশে আইসিটি বিভাগ বিভিন্ন প্রকারের প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় পৃষ্ঠপোষকতাসহ আয়োজন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে, International Collegiate Programming Contest (ICPC), National Girls Programming Contest (NGPC), National Collegiate Programming Contest (NCPC), National Children Programming Contest, National High School Programming Contest এবং National IT Contest for Youth with Disabilities.

এ সকল আয়োজনের ফলশ্রুতিতে দেশের প্রোগ্রামারগণ নিয়মিত প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ACM-ICPC World Finals এ অংশগ্রহণ করে আসছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উৎসাহ, সম্পৃক্ততা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনায় বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজকেরা ২০২১ সালের ACM-ICPC World Finals বাংলাদেশে আয়োজন করতে যাচ্ছে।

আইসিটি অস্কারখ্যাত অ্যাপিকটা (APICTA) অ্যাওয়ার্ড ঢাকা ২০১৭

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় ও সফল উদ্যোগ, সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সেবার স্বীকৃতি দিতে প্রতিবছর এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যালায়েন্স (এপিআইসিটিএ বা অ্যাপিকটা) অ্যাওয়ার্ডসের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে ৬৬ জন বিচারক ১৭টি বিভাগের ১৭৭টি প্রকল্প বাছাই করেন। বাংলাদেশ থেকে ৪৭টি প্রকল্প প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অ্যাপিকটা উপলক্ষ্যে প্রায় ৪০০ বিদেশি অতিথি বাংলাদেশে আসেন।

জাতিসংঘের এপিআইএস স্টিয়ারিং কমিটির অধিবেশন

জাতিসংঘের ইকোনমিক এন্ড সোস্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক (এসকাপ) এর এশিয়া প্যাসিফিক ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের (এপিআইএস) স্টিয়ারিং কমিটির দু'দিনব্যাপী (১-২ নভেম্বর ২০১৭) অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। এপিআইএস এর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে স্টিয়ারিং কমিটির এ অধিবেশনে প্রায় ১০০টি দেশের প্রতিনিধি অংশ নেয়।

অধিবেশনে এপিআইএস এর মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কানেক্টিভিটি, ইন্টারনেট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, ই-রিসিলিয়েন্স এবং ব্রডব্যান্ড ফর অল - এই চারটি স্তম্ভ এবং মধ্যবর্তী মেয়াদে (২০১৬-১৮) বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

গত ২৯-৩০ আগস্ট ২০১৬ চীনের গুয়াংজুতে এপিআইএস ওয়ার্কিং গ্রুপের এর দ্বিতীয় সভায় বাংলাদেশকে এক বছরের জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্প

একুশ শতকের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণে আগ্রহী করে তোলা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এলআইসিটি প্রকল্প দেশের ৬৪ জেলার নির্বাচিত সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের আইটি প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী করে তোলার জন্য আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্পের আয়োজন করে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৮৫ হাজার শিক্ষার্থীর মাঝে তথ্যপ্রযুক্তিতে ক্যারিয়ার গড়ে তোলার ধারণা দেয়া হয়।

ফ্রিল্যান্সার কনফারেন্স

বিশ্বে আউটসোর্সিংয়ে বাংলাদেশের শক্ত অবস্থান রয়েছে। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা নিজেরাই যাতে আয় করে স্বাবলম্বী হতে পারে সেজন্য সরকারের লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রকল্প থেকে সারাদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সার তৈরি করা হচ্ছে। আরও ব্যাপক সংখ্যক তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে উঠায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য ১৯ অক্টোবর ২০১৭ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) ফ্রিল্যান্সার কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। এতে সারাদেশ থেকে প্রায় ২৫০০ জন ফ্রিল্যান্সার অংশগ্রহণ করে।

ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ

আইসিটি ডিভিশন এক্সিম ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ প্রোগ্রামের আওতায় মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। গত ৩০ এপ্রিল ২০১৫ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ এ ল্যাপটপ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এ পর্যন্ত ৭শ' ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়। এছাড়াও শিশু সাংবাদিকদের সাংবাদিকতা পেশায় উৎসাহিত করার জন্য তাদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়। গ্রামীণ নারী শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে আইসিটি বিভাগ, মাইক্রোসফট বাংলাদেশ ও স্বর্ণকিশোরী নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং গ্রামীণ নারী শিক্ষার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ করে।

অন্যান্য ইভেন্ট

বিগত বছরগুলোতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নানা ইভেন্ট আয়োজনে অগ্রনি ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে রয়েছে:

- প্রতি বছর 'বিপিও সামিট';
- জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭;
- উন্নয়ন মেলা ২০১৬;
- জাতীয় ইন্টারনেট সপ্তাহ ২০১৬;
- অনলাইনে নারীর নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় সম্মেলন-২০১৭;
- শেখ হাসিনা উদ্যোগ-ডিজিটাল বাংলাদেশ ক্যাম্পেইন-২০১৬-১৮;
- জাতীয় মোবাইল অ্যাপিকেশন পুরস্কার ২০১৬ ও ওয়ার্ল্ড সামিট ২০১৬;
- ন্যাশনাল হাই-স্কুল প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (প্রতি বছর);
- ন্যাশনাল হ্যাকাথন ফর উইমেন;
- জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি দিবস;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস;
- সোশ্যাল মিডিয়া এক্সপো ২০১৭,
- আইসিটি বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং আরও অনেক ইভেন্ট।

ভবিষ্যতে আরও যেসব উদ্যোগ:

- টেকনোলজি ল্যাব অ্যান্ড সফটওয়্যার ফিনিশিং স্কুল
- মর্ডানাইজেশন অব রুরাল অ্যান্ড আরবান লাইভস্
- স্মার্ট সিটি প্রকল্প
- ইন্টিগ্রেটেড ই-গভর্নমেন্ট প্রকল্প
- বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিএলএসআই ল্যাব
- জাতীয় নিরাপত্তা কেন্দ্র ও ফরেনসিক ল্যাব
- আইটি পার্ক ফর এমপ্লয়মেন্ট প্রজেক্ট
- ডিজিটাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একাডেমি
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আইসিটি সেন্টার
- জাতীয় সার্টিফিকেশন পদ্ধতি
- জাতীয় সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সি
- ভার্চুয়াল ইউনিভার্সিটি অব মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড ইনোভেশন

বিগত ১০ বছরে দেশের প্রান্তিক জনগণের দোরগোড়ায় সেবা প্রদানে অবদান রাখায় বেশ কিছু পুরস্কার এবং সম্মাননা অর্জন করেছে। উল্লেখযোগ্য পুরস্কারসমূহ:

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হ্রাসে অনবদ্য ভূমিকা পালন করায় বাংলাদেশকে মর্যাদাপূর্ণ "দ্য গ্লোবাল হেলথ অ্যান্ড চিলড্রেন্স অ্যাওয়ার্ড" প্রদান করা হয়। ২০১১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এস্টোরিয়া ওয়ার্ল্ডফ হোটেলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়;

- ডিজিটাল সিস্টেম ও শিক্ষার সম্প্রসারণে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ সাউথ সাউথ কোঅপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড ২০১৪ প্রদান করা হয়। ২০১৪ সালের ২১ নভেম্বর ওয়াশিংটনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ পুরস্কার গ্রহণ করেন;

- গভর্নিং প্রসেসকে ডিজিটাইজ করার জন্য Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগকে ASOCIO 2016 Digital Government Award প্রদান করে;

- ০৮ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে জাপানের টোকিওতে Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) কর্তৃক আয়োজিত ASOCIO Digital Summit ২০১৮ অনুষ্ঠানে Digital Government Award ক্যাটাগরীতে "ইনফো-সরকার" প্রকল্পকে ASOCIO Digital Government Award ২০১৮ প্রদান করা হয়;

- ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে তাইওয়ানের তাইপেতে Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business (AFACT) কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে Creating Inclusive Digital Opportunities ক্যাটাগরীতে "ইনফো-সরকার" প্রকল্পকে eASIA Award-2017 প্রদান করা হয়;

- আইসিটি এডুকেশন এবং প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে WITSA Award 2017 প্রদান করা হয়;

- ওপেন গ্রুপ কোচি অ্যাওয়ার্ড ২০১৯: সরকারি নিয়োগে স্বচ্ছতা ও দ্রুততা নিশ্চিত করার জন্য এলআইসিটি প্রকল্পের ই-গভর্নমেন্ট কম্পোনেন্টের আওতায় 'ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম শীর্ষক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়। এ উদ্ভাবনীর জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে Open Group Kochi Awards 2019 প্রদান করা হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ভারতের কেরালা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পিনারাই ভিযায়ন বিসিসি'র প্রতিনিধির কাছে এ পুরস্কার হস্তান্তর করেন;

- আইসিটি'র উন্নয়ন এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন বলিষ্ঠ নেতৃত্বদান এবং অনন্য সাধারণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের তথ্য প্রযুক্তির প্রধান সংগঠন এশিয়া-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অরগানাইজেশন কর্তৃক প্রবর্তিত 'ASOCIO Award-2010 '- এ ভূষিত করা হয়;

- বিসিসি দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য ২০১১ সালে e-Education ক্যাটাগরিতে ১টি এবং National Data Centre for e-Service প্রতিষ্ঠার জন্য e-Infrastructure ক্যাটাগরিতে ১টি সহ মোট ২টি ভারতের Manthan Award 2011 অর্জন করে;

- হেনরী ভিসকার্ডি অ্যাওয়ার্ড ২০১৭, ইনফরমেশন সোসাইটি ইনোভেশন ফান্ড (আইএসআইএফ এশিয়া) অ্যাওয়ার্ড ২০১৩ এবং জিরো প্রজেক্টস অ্যাওয়ার্ড অন ইনক্লুসিভ এডুকেশন ২০১৩ সহ আরো অনেক পুরস্কার অর্জন;

- ২০১৪ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS Award) পুরস্কার অর্জন;

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ও জীবন মানের উন্নয়নে ভূমিকা রাখায় বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসাবে ICT Sustainable Development Award, Global ICT Excellence Award, ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS) অ্যাওয়ার্ড, আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড-২০১৬, অ্যাসিসিও ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যাওয়ার্ড-২০১৬ প্রদান করা হয়;

- ৭ থেকে ৯ মে ২০১৭ যুক্তরাজ্যের ব্রাইটনে অনুষ্ঠিত MobileGov World Summit 2017 শীর্ষক ইভেন্টে Excellence in Designing the Future of e-Government ক্যাটাগরিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ 'Global MobileGov Awards 2017' এর চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নির্বাচিত হয়;

- Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে 'ICT Education Award 2017' পুরস্কার প্রদান করা হয়;

- ইনক্লুসিভ ডিজিটাল অপরচুনিটি ক্যাটাগরিতে ইনফো-সরকার প্রকল্পকে ই-এশিয়া ২০১৭ পুরস্কার প্রাপ্তি;

- যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড দি ওপেন গ্রুপ অ্যাওয়ার্ডস ফর ইনোভেশন এ্যান্ড এক্সিলেন্স ২০১৭ এ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড ও অ্যাওয়ার্ড অব ডিসটিংশন অর্জন;

- ইন্টারন্যাশনাল ইনভেশন, ইনোভেশন এ্যান্ড টেকনোলজি এক্সিবিশন (আইটিইএক্স/ ITEX Award) অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ তে ইনোভেশন ক্যাটাগরিতে ৩টি পুরস্কার লাভ;

- ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড: এক জায়গা থেকে সরকারি সব তথ্য ও সেবা পেতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার (বিএনইএ) শীর্ষক প্ল্যাটফর্ম উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে বিসিসি। ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ওপেন গ্রুপের শীর্ষ কর্মকর্তা বিসিসির প্রতিনিধির কাছে পুরস্কারটি হস্তান্তর;

- দি ওপেন গ্রুপ অ্যাওয়ার্ডস ফর ইনোভেশন এ্যান্ড এক্সিলেন্স ২০১৮ এ একসেবা প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড অর্জন।

ইউএন ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট র‍্যাংকিং এ বাংলাদেশ

ইউএন ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট র‍্যাংকিং এ বাংলাদেশ ২০১২ সালে ১৪৮ তম অবস্থান থেকে ২০১৮ সালে ১১৫তম অবস্থান পৌঁছায়। মূলত আইসিটি টুলকে ব্যবহার করে বিভিন্ন অনলাইন সেবা তৈরি এবং মোবাইল বা ওয়েব অ্যাপের মাধ্যমে তা উপস্থাপনের মাধ্যমে অনলাইন সেবা সূচকে বাংলাদেশের মূল অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। তাছাড়াও টেলিকমিউনিকেশন সূচক এবং হিউম্যান ক্যাপিটাল সূচকেও বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে। ২০১২ সালে বাংলাদেশ পিছিয়ে গেলেও পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট সবার প্রচেষ্টায় তা কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। প্রত্যেক বছর তারা e-Participation-এর ওপর কর্মশালার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে।

ICT DIVISION
HUAWEI
রবি
DIGITAL BANGLADESH
ICT DIVISION
HUAWEI
রবি
DIGITAL BANGLADESH

জরুরি প্রয়োজনে
মনে রাখুন
একটি নম্বর
৯৯৯

NATIONAL EMERGENCY SERVICE
999

তথ্য ও সেবা
333
সবসময়

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

ictd.gov.bd | ICT DIVISIONBD | ICT DIVISION | ICT Division

সহযোগিতায়:

LICT
LEVERAGING ICT FOR GROWTH EMPLOYMENT & GOVERNANCE
www.lict.gov.bd